লেখনীর লড়াই

কালিরাম মুরমু

অনুবাদ- দাশরথি মাঝি

লেখনীর লড়াই

LEKHONIR LORAY

Translated book of NONOL REYAG LARHAY

Written by Kaliram Murmu

Translated by Dasharathi Majhi

ISBN: 978-81-967469-4-0

First Published: 09/08/2024

Published by: Swapan Saren
ARSHAL PUBLISHING GROUP
Ranibandh, Bankura, West Bengal-722148

Printed by: Ridha Prints Pvt. Ltd.
81, North Avani Molla Street
Madurai, Tamil Nadu-625001

Cover art by: Kaliram Murmu

Price: 150.00 (One hundred fifty rupees only)

উৎসর্গ

“সকল সাহিত্যপ্রেমীর হাতে”

প্রকাশকের কথা

কালিরাম মুরমু লিখিত ননল রেয়া লীড়হীই নামক সাঁওতালী কবিতার বইটি প্রথম ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলির ভাবশৈলী, শব্দচয়ন এবং বাস্তবধর্মী হওয়ায় পুস্তকটির জনপ্রিয়তা লাভের কারন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সুপরচিত লেখক দাশরথি মাঝি মহাশয়ের ভালোলাগা ভালোবাসার জায়গা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার কাজ সম্পন্ন করেন যাতে সাঁওতালী ভাষার গণ্ডী অতিক্রম করে অন্যান্য ভাষার পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস। আসা করি লেখকের এই দৃঢ় প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনিত হবেন এবং পাঠক মহলেও এর স্থান হবে।

-প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

বেশ কিছু অনুবাদ আগে করেছি। সেগুলো বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছে। এবারে অনুবাদটা অভিনব। কেননা আগের অনুবাদগুলো নামীদামী কবি সাহিত্যিকের ছিল, এবারে একেবারে কম বয়সি উঠতি নবীন এক কবির একটি কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করলাম। উদ্দেশ্য,- নবীনরাও একটু সাহিত্যকর্মে উৎসাহ পাক। দুই, নবীনদের লেখাও অপর ভাষার পাঠক পাঠিকার কাছে পৌঁছে যাক। ভাবধারা, মনন ও চিন্তনের বিনিময় হোক। সেই হিসাবে কালিরাম মুরমুর কাব্যগ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়াস করলাম। ভালো মন্দের বিচার পাঠকদের কাছেই রাখলাম।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি "আরসাল পাবলিশিং গ্রুপ" প্রকাশনা সংস্থাকে বইটি সুন্দরভাবে ছেপে প্রকাশ করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন পাঠক পাঠিকা, কবি, সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ।

নিবেদক

বিষ্ণুপুর

২৫/১২/১৪৩০

দাশরথি মাঝি (অনুবাদক)

সম্পাদক তাড়ওয়ারী

দ্বিভাষিক কবি, সাহিত্যিক,

নাট্যকার, অভিনেতা, সমাজকর্মী।

সূচিপত্র

লেখনীর লড়াই

লড়াইটা বেঁচে থাকার জন্য
এটা কখনো ভুলবো না।
আমি জেনেছি-
আমার সুখ সহ্য করতে পারছো না।
কতবার যে আমার পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ছাড়া করিয়াছ।
কেড়ে নিয়েছ আমাদের অর্জিত সম্পদ
আর জন্মভূমির অধিকার।
এখনো নিজের মুঠোয় ধরে রাখতে চাও।
কিন্তু পারবে না।

লেখনীর ডগায় শুরু করেছি আমি
ঠাণ্ডা যুদ্ধ।
একদিন অত্যাচারিত বঞ্চিতরা
বুঝবে আমার সারমর্ম।

সেদিন তোমার আইন কানুন শাসন
ব্যর্থ করার অস্ত্র ঝলসে উঠবে।

তোমার বিরুদ্ধে গর্জে উঠবো আমরা
জয় হবে আমাদের
আমাদের সঞ্চিত দুঃখ ক্ষোভ
তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

আমরা কেড়ে নেব আমাদের অধিকার
তোমার বানানো আইনের বেড়াজালে
আমরা থাকবো না আর,
আমাদের মুক্তির উল্লাসে একদিন
তোমাকেও কাঁদতে হবে।

সেদিন আমাদের সাথে সাথে
তুমিও বলতে বাধ্য হবে
মানবতার জয় হোক
সত্যের জয় হোক।।

আমার লেখনী

আমি লিখি মানুষের জন্য

আমার লেখনী জীবনের জন্য

আমার কলম কখনো নাচবে না

পুরস্কার লোভীদের কথায়

ইশারায়

আমি চুপ থাকবো না

শাসন শোষণ অত্যাচারের কালো মেঘ দেখে।

আমি পুরস্কার প্রত্যাশী হয়ে লিখবো না

পুরস্কারের লোভে ছোটাছুটি করবো না।

আমি লিখব ভাষা সমৃদ্ধির জন্য

আমি লিখব সাহিত্য সৃষ্টির নেশায়।

জীবন দাত্রী মৃত্তিকা

সৃজনের কলাকুশলতায়
মৃত্তিকায় মৃত্তিকায় কত রকমের শস্য ফল
বাঁচিয়ে রাখি জীবনের স্পন্দন
বেঁচে থাকার জন্য মৃত্তিকার অবদান অবর্ণনীয়।
মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে সমতলে
তাই কত কি ফসলের সমাহার
সব মৃত্তিকায়
মানুষের জীবনের সম্পদ
মানুষের ভৌগোলিক পরিচয়
মাঠে মাঠে সোনালী ধানের গুচ্ছ দোলে
গগনচুম্বী তালগাছ
আস্ফালন তোলে
ছায়া প্রদানকারী বট অশ্বত্থ
আম জাম বকুল ছাতিম
স্নিগ্ধ করে আমাদের শরীর মন।
মৃত্তিকায় জন্ম নেওয়া
বেড়ে ওঠা বড় ছোট সবকিছু উদ্ভিদেই
আমাদের জীবন ধাত্রী।

প্রস্তর সভ্যতা

সৃষ্টির উষালগ্নে মারাংবুরুর চমৎকারীত্বে
মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে
কেঁচো মহারাজের মৃত্তিকা উত্তোলনে
সবুজ শ্যামল বসুন্ধরার নির্মাণ
ঈশ্বরের লীলা খেলায়
হাঁস হাঁসলি পক্ষীর ডিম থেকে
আদিম মানবের জন্ম।
আর তাদের সাড়ে তিন হাত শস্যক্ষেত্রে
বপন হয়েছিল নববীজ।

প্রভাত ও সন্ধ্যার মিলন মেলায়
সৃষ্টির উক্ত বীজ
চির প্রবাহমান স্রোতস্বিনীর মত
উৎসারিত পরম্পরা
উত্তর পুরুষেরা ধারক ও বাহক
অতঃপর শুরু বেঁচে থাকার লড়াই
প্রাণীজ যাপন থেকে
ধীরে ধীরে কৃষি সভ্যতার প্রসার
সাথে পশুপালন পরিচর্যা

মস্তিষ্কে জ্ঞানের রেখার ফলক
পাথরের বুক চিরে ফসল উৎপাদন
পাথর দিয়েই তৈরি অস্ত্রশস্ত্র
আত্মরক্ষার আরো কত কৃৎকৌশল
সভ্যতা বন্ধন এর কিছু নিয়ম নীতি
প্রেম ভালোবাসা স্নেহ প্রীতি
মানবেরা নিশ্চিত করল
অগ্রগমনের নতুন দিশা।

বীজ

কি যন্ত্রণায় ফসল উৎপাদিত হয়
রুক্ষ পাথুরে মাটির ভিতর
কি শ্রম ও সাধনায় কত ক্লান্তি
ক্ষুধা জ্বালা যন্ত্রণা অশ্রু জলের বিনিময়ে
বীজের সৃষ্টি
তা দর্শকরা জানে না
তাইতো পৃথিবী তার সমস্ত প্রেম
চাষি কৃষকদের বিলিয়ে দেয়।
সত্যিকারের প্রেম তো সেখানেই
বিনাশ্রমে প্রেম নেই।

তাই চাষীদের হৃদয়ে দেখো সত্য প্রেম
দয়া মায়ায় আছে
অনায়াসে ওরা বপন করে সৃষ্টির বীজ
যত্ন করে গড়ে তোলে শস্যক্ষেত্র
ওরা নষ্ট করে না অঙ্কুরিত চারা স্বর্ণাভ ও
আলোর মত হাস্যময় পুষ্পকে
প্রাকৃতিক নিয়মের এই ধরাধামে
সমস্ত জীব কুলের সর্ব সমক্ষেত্রে

বীজ পরিচর্যার এই ধারা
সাবলীল স্বচ্ছন্দ্য ও বেগবান ।

ভিন্ন ভাবনা

লুগুবুরু জাহের এর প্রাচীন শালবৃক্ষে
জন্ম নেওয়া টিয়া পাখিরা
উড়ে চলে গেল কাপিবুরু দলমা পাহাড়
অযোধ্যা পাহাড় শুশুনিয়া পাহাড়ে
এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে
বংশ বৃদ্ধিতে ভরে গেল।
এখন উড়ে উড়ে ওদের দেখা হয়
পাহাড়ি মেলায় উমুক্ত প্রান্তরে
কত কি খেলায় আধ্যাত্মিক আরাধনায়
দুর গগনে উড়তে থাকা
ওরা মেনে নেয় না যে
আমরা একই মায়ের বংশধর।
শিকড় ও আদর্শ এক হলেও
ওরা ভিন্নতর ভাবনা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়।

কাকে দোষ দেব

সৃষ্টিকারী না প্রেম দাত্রীকে
কাকে দোষ দেব
যে কিছুক্ষণ স্বর্গসুখে মত্ত থেকে
নবজাতককে পৃথিবীতে এনেছে
সে তো প্রেম বিলিয়ে
কিন্তু কে জানত
নির্মম বিধাতা ছিনিয়ে নেবে তার প্রিয় কে।

এখন শরীরী খেলাতে মত্ত হলেও
কানা খোড়া কুৎসিত টেরা
বোকা বন্ধুদের কে কেউ
জীবনসঙ্গী করতে চায় না
দাম্পত্য জীবনের সাধনা পাওয়া
ব্যর্থ হতাশ হওয়া অভাগা, অভাগীরা
শুধুই ঈশ্বরের দিকে চেয়ে থাকে
শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

তোমার হাসি কান্না

তুমি রাত্রি শেষ সবার আগে আগেই
দিবসের রান্নাবান্না প্রস্তুত করে রাখো।
জল মেশানো পান্তা ভাত খেয়ে
গরম ভাত গুলো টিফিনে সাজিয়ে
কিছু নুন ও লঙ্কা পুটলিতে বেঁধে
কাজে বেরিয়ে যাও।
জিজ্ঞেস যখন করি-
কি আছে তোমার টিফিনে
মাছ না মাংস কি তরকারি ?
মনে তুমি মুচকি হেসে চলে যাও।

কিন্তু তুমি কি জানো
শহরের বাবু ভাইয়েরাও
তোমার খাদ্য তালিকার শাক পাতা
টাকার বিনিময়ে কিনে খায়।
কিন্তু তোমার আর ওদের শরীরের বেশ পার্থক্য
তোমার মত ওদের শরীর সুঠাম ও সবল নয়।
মাড় ভাত, শাক পাতা খেয়ে
রোদ গরম সহ্য করে

তুমি বালি পাথর কয়লাতে ভর্তি কর
ট্রাক ট্রাক্টর।

সকাল থেকে সন্ধ্যে
কাজ করে বাড়ি ফেরার সময়
যদি প্রশ্ন করি বেতন পেয়েছো
মুচকি হাসিটাই তোমার জবাব।
তুমি ভাবতে থাকো এই অর্থেই তো
তোমার সংসার চলে।
তুমি তারাভরা আকাশ দেখতে পাও।

তুমি জানো না
তোমার এরকম অবস্থার কারণ কি
তুমি এটা কে এটাকেই ললাট লিখন বলছো
কারন তুমি তোমার ইতিহাস পড়নি।
আর তুমি যাতে তা জানতে না পারো
তার জন্য তোমাকে মাতিয়ে রাখা হচ্ছে নাচে
গানে,
দু তিনশো টাকা হাতে পেয়ে,
সপ্তাহ পিছু কিছু চাল পেয়ে
তোমার আনন্দের সীমা নেই।

আর এই সুযোগেই
তুমি কাজ সেরে ফেরার পর
শহরের বাবুরা মহাজন ঠিকাদাররা
জাতি ধর্ম বর্ণ ভুলে
তোমার শরীরে সুখ পেতে চায়।
ওরা তোমার শরীর মিষ্টান্নর মত
ভোগ করতে চায়।
তাই তো তোমার প্রতি
অবিচার অত্যাচার হলে
কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ দেখা যায় না।
শাসকের কাছেও পাওনা
সঠিক বিচার।
ভন্ড কুচক্রী সমাজসেবীরাও তোমাকে নিয়ে
আখের গোছাতে চায়।
তুমি পাওনা
স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার।

বর্তমানে আদিবাসীরা

আদিবাসীরা ভাবে
সুখ দুঃখ ভগবানের লিখন।

আদিবাসিদের হতভাগ্যের কপাল
আদিবাসীদের মাঠ ঘাট জমি জমা
কিছু কিছু থাকলেও প্রাসাদ কিন্তু নেই।

সাধারণ ঘরেই ওদের জীবন যাপন মরণ
রাজনীতির ছলনা ওরা জানে না।

অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের কারণ
ওরা খোঁজে না।
মাদকদ্রব্যে ওরা ডুবে থাকে
বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে
কৈশোর যুবক বৃদ্ধ সবাই
ডুবে আছে নেশায়।

কটক রাচি কলকাতা সর্বত্রই
আদিবাসীদের নাচের ঝলক

মিটিং মিছিল জমায়েতে
পরব পালি অনুষ্ঠানে
চরম মাতলামি, অসভ্যতার
ছবি যায় দেখা।

ওরা স্মরণ করে না
পূর্ব ইতিহাস
ওরা এদেশের মালিক ছিল
এককালে ছিল শৃঙ্খলিত জীবন।
ছিল বিধিবদ্ধ শাসন প্রণালী
তা আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
জন্ম নেয় সমাজ থেকে
সমাজ বিরোধীরা,
আদিবাসীরা কেন গরিব
সন্তান-সন্ততিদের অশিক্ষিত ভবিষ্যৎ
এসব নিয়ে নেই ওদের গভীর চিন্তা।

অন্য সম্প্রদায়েরা দুর্বার গতিতে
উন্নতির শিখরে উঠেছে
দেশ-বিদেশে কর্মে নানান বিষয়ে
ওদের প্রভাব পরিচিতি।

আদিমদের আজ কি দুর্গতি
খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানে
শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতিতে
যুবকরা শ্রমিক মজদুর হয়ে
নানান দেশে নানান জায়গায়
কাজ খুঁজে মরে।

চোখের সামনে নেই দিশা
কি যেন চায় এরা
শিক্ষার আলোতে আসতেই চায়না।
শুধু দু বেলা খাবারের জন্য
আদিবাসীরা প্রায় নাকাল
ঈশ্বরই জানে কবে এদের ঘুচবে আকাল।

বর্ষা দিনের কথা

এই বর্ষার দিনে দীবারাত্রি ঝমঝম
মাঠঘাট পুকুর ডোবা জলে টইটম্বুর
বর্ষাতি কিংবা ছাতা মাথায় খেত চষা
বীজ তোলা রোপন মাছ ধরা কত কি
ছোলা মটর জনার ভাজা খেতে খেতে
স্বামীর স্ত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
কাঁদা রাস্তায় কচি কাঁচা শিশুদের খেলা।
শুধু এসব নিয়েই শেষ নয়,
বর্ষার দিনের কথা।

বর্ষার দিনটা বাঁচার জন্য সংগ্রামের দিন
মানুষ পশুপক্ষী সহ সব জীব কুলের
এই বর্ষার দিনে ঝড়ো হাওয়া বয়
গাছের ডাল ভেঙে
পাখির ডিম কচি ছানা পড়ে
নিচে গড়াগড়ি খায় আর
পোকামাকড় পিঁপড়ের খাদ্য হয়
নগরায়নের ফলে

যেখানে বড় গাছগাছালি বা গুহাকন্দর নেই
জীবজন্তুরা পাগলের মত ছোটাছুটি করে
আশ্রয়ের আশায়
অবলা বলদেরা চুপ থাকে,
সারাদিন মাঠে চাষ দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে
ওদের অশ্রু বর্ষার জলের হয়ে যায় ধুয়ে যায়
তা দেখে পশুপ্রেমীরা
যান্ত্রিক লাঙ্গল ব্যবহারের কথা বলে
কিন্তু সবার তো তেমন অর্থ নেই।

বড় আশ্চর্য এই বর্ষার দিন বেঁচে থাকার
আদিবাসীদের প্রয়াস সেই কোন এক যুগে যদি
ওরা
এইসব খেত মাঠ চাষবাস পদ্ধতি না শুরু করতো
তবে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের আবির্ভাবেই হতো না
গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে যেত না খাদ্য শস্য সামগ্রী।

বর্ষার দিন জীবজন্তুর মত
মাটির মানুষদের লড়াইয়ের দিন।

ধর্ম

রাত্রিকালীন আহারের পর
পরিশ্রান্ত শরীরটাকে
বিছানার বাম পাশে
এলিয়ে দেয় ধর্ম।

উদ্ভিন্ন যৌবনা উপোষী শরীর
মনকে সান্ত্বনা দিতে থাকে।
কড়িকাঠের উপরে
জ্যোৎস্নার আলো ম্রিয়মাণ
বাচ্চা মেয়েটা কেঁদে কেঁদে জাগে
আবার ঘুমিয়ে পড়ে
মনে পড়ে পূর্ব প্রেমের স্মৃতি,
প্রাক্তন প্রেমিকের ভালোবাসা
দোষ তো কারো নয়
এটাই বুঝি বিধিলিপি।
কখনো তার মনে হয়
সব ছেড়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে
আবার অভিসারে যেতে।
তখনই ভাবনায় আসে

সমাজের বিচারের কথা
নষ্ট হবে মান সম্মান পরিবার ও গ্রামের।
না, না সহ্য করে থাকাই ভালো।
ভালো ভালো মনের মানুষরা এসব মানবে না ।

জাহান্নামের পথ

যেন বিছানো কালো মাদুর
দু ধারে সাদা পাড়
প্রশস্ত দীর্ঘ পথ
সেই পথের দুপাশে
সারি সারি আদিবাসী গ্রাম।
তিন বছর ধরে সেই পথ বানাতে
আদিবাসীরা উপার্জন করল
বেশ কিছু টাকা।
মাছ মাংস সহ আরো কত কি
আহারে বাহারে
কত দিন রাত্রি পার করল
ওরা জানলো না
এই পথে কারা যাতায়াত করবে।
আজ ঘন ঘন তীব্রগতির জানে
আদিবাসীদের ঘরবাড়ি কেঁপে যায়,
ফাটল ধরে, ভাঙ্গে।
বছর পাঁচেক পর
লাগু হলো মাটির মালিকানা স্বত্ব
আদিবাসীরা পড়লো সমস্যায়

গড়ে উঠলো ওখানে খনি খাদান
বিষময় হলো জীবন যাপন।
যে সব সমাজসেবী প্রকৃতিপ্রেমীরা
প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল
তারাও মালিকপক্ষের কেনা গোলাম হলো
অযাচিত অর্থ পেয়ে তারা
পোষা কুত্তার মত মালিকের পায়ে পায়ে
আদিবাসীদের জন্মভূমি
ভিটে মাটি ধীরে ধীরে
উজাড় হয়ে গেলো
হায়রে হায়!!

শাসন

অত্যাচারীর শাসন সহ্য করিনি
কিন্তু এখন সমাজসেবীদের শাসন
সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল
“অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে
সাঁওতাল রমণীর উদ্যাম যৌবনের ছোঁয়া।“
পালকের মত ফুলের মত মা-বোনেরা
স্বামীজি ও শিক্ষা গুরুর স্পর্শে অশুচি।

আমার শরীরও খুবলে নিতে চায়
দিকু শকুনেরা
কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য বেঁচে ফিরেছি।
তারপর মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে
নেমে পড়ল সমাজসেবী বাহিনী।
শহর স্তব্ধ হলো, পথ অবরোধ,
দোকানপাট পুড়েছিলো
কেঁপে গেছিলো গোটা শহর নগর।

ভেবেছিলাম দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহ এলো বুঝি
সমাজসেবীদের তৎপরতায় হলো
সংগ্রামের মহাজোট।
আদিবাসী বিচার রীতিতে বিচারের সময়
এক সপ্তাহ বা দিন দুয়েক।
কিন্তু গণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থায়
দেখতে দেখতে কেটে গেল বছর
জানিনা আরো কত বছর
অপেক্ষা করতে হবে রায় পেতে।

বিরসিতে পিছু হাঁটছি, ভয় পাচ্ছি
বিচারালয়ে যেতে অর্থও শেষ।
সমাজসেবীরাও আর টাকা দেয় না
খবর নেয় না
যাদের জন্য শুরু করেছিলাম লড়াই
তারাই আর সঙ্গী হয় না।
এই লড়াই মাঝপথে রেখে
ফিরতে বাধ্য হচ্ছি,
আজ আমি একা- অসহায়
নেই কোনো সমাজসেবী,সমব্যথী মানুষ।

প্রেম রোমন্থন

প্রথম দেখা

প্রথম কথোপকথন

প্রথম মিলন

প্রথম আনন্দ ফুর্তি

যদি মনে নাই রাখো

তবে কি করে বিশ্বাস করবো

তোমার প্রেম চাঁদের জোছনার মতো মোহনীয়।

এখনো আলোকিত হয় আমার অন্ধকার হৃদয়

তোমার প্রেম তো স্রোতস্বিনী

এখনো ভিজিয়ে দেয় আমার আঁচল,

তোমার প্রেম বিকশিত পুষ্প

এখনও সেই স্বাদ জিভে ঠোঁটে

তোমার প্রেম তো গানের সুর

এখনো রোমন্থনে মিলনের আবহ।

আর্তনাদ

সম্পদের অধিকার নেই যাদের
পৃথিবীকে বাঁচানোর অবদান
তাদেরই বেশি।
ওদের ঘর দুয়ার মাঠে ঘাটে
শাল মহুল আম জাম কত কি গাছ।

ওরা শহরে ব্যবসা করে না
নেই ওদের ফ্যাক্টরি, ফ্লাট
রেল, বিমান আরো কত কোম্পানির শেয়ার।
শুধু ওদের আছে
পাঁচ বছর অন্তর
প্রার্থীর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে
সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়ার।
অর্থ লোভীদের অধিকার
পাতাল থেকে আকাশ অবধি
আর এই নিঃস্ব অসহায় মানুষদের
অধিকার শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যে
চোখের জল ফেলা।

সরকার কোম্পানি যখনই
গরিবদের ভিটামাটি ক্ষেত খামার
গ্রাস করতে চায়, ফায়দা লুটতে চায়,
তখনই “অধিকার” শব্দটা
আন্দোলনের রূপ নেয়।
সহস্র সহস্র মুখর ধ্বনিতে
আর্তনাদ পরিণত হয় সংগ্রামে।

প্রেমিকা

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আমার
মস্তিষ্কের ভিতরে নয়, হৃদয়ে
তোমায় খুঁজে পেয়েছি
তোমার শরীর মন
লিপিবদ্ধ অসংখ্য রচনায়।

তোমাকে ভালোবেসেছি
তোমাকেই ভালোবাসবো,
লিখনশৈলীতে ধরে রাখবো
তোমার আমার নাম;
ভালোবাসার এই পৃথিবীতে।

সংগীত, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে
তোমাকে রূপায়িত করছি।
এই ভাবেই তোমার শরীরে
এঁকে যাবো কত শত সৃষ্টি।

তোমার আঁচলে
জাতিসত্বার চিত্র আঁকবো,

সংগ্রামের চিত্র, পৃথিবীর, মানুষের
বেঁচে থাকার চিত্র
আঁকতেই থাকবো।

ছোট ছোট শাখায় আমার সৃষ্টিকে
দেশ দেশান্তরে পৌঁছে দেব
মানুষের মনের মন্দিরে।

শুধু তোমার কাছে আমার
একটাই প্রার্থনা-,
যেন মনে কখনো না আসে বিরক্তি,
অন্তরে যেন না আসে খুব ক্ষোভ।
তবেই তো অন্যেরা
আমাদেরকে দেখে
লিখতে থাকবে প্রেমের অমর কাহিনী।

ওরাও সাদা কাগজে বীজ বুনবে,
ভাবনার শস্য শ্যামল রূপ প্রকাশ পাবে।
দিনরাত পরিশ্রম করে
ওরা গড়ে তুলবে
মূল্যবান সাহিত্যের বুনিয়াদ।।

মৃত বৃক্ষের জীবনে

ঐ মৃত বৃক্ষটি
যতক্ষণ না ভূলুণ্ঠিত হয়
ততক্ষণ তার জীবন আছেই।
হয়তো পত্র, পুষ্প, বীজ হবে না
কিন্তু ওর জীবন আছেই।

চৈত্র বৈশাখে ঝোড়ো হাওয়া
আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষণেও
নষ্ট হয়নি ওই গাছ।
ওই গাছের ডালে
ঘুঘু, পাপিয়া, কোকিল
বাসা না বাঁধলেও
ময়না, টিয়ারা ঠিকই
বংশবৃদ্ধি করবে কোটরে কোটরে।।

শ্রেষ্ঠ মন

ধরিত্রী মা সেজে উঠেছে
কত নদীর জলে,
গাছের শাখায় সবুজ পাতায়
কত রকমের ফুলে।

কিন্তু গঙ্গা, সিন্ধু, মহানদীরা
কেউ বলে না-,
“আমার জলই সর্বশ্রেষ্ঠ।”

লুগুবুরু, কাপিবুরু, শুশুনিয়া পাহাড়,
পঞ্চকোট, অযোধ্যা পাহাড়রা
কেউ কখনো বলে না-,
“আমার গাছের পাতাই সবচেয়ে সবুজ
আমার গাছের ফলই সবচেয়ে সুমিষ্ট।”

মাঠে-ঘাটে পুকুরপাড়ে ক্ষেতের আড়ে
কত রকমের ফুল--
ওরা কখনো বড়াই করে না শ্রেষ্ঠত্বের।
ওরা কাড়াকাড়ি করে না

শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা নিয়ে।
ওরা শুধু একটাই জানে
বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন সৃষ্টি,
ভ্রমরের জন্য ফুলে ফুলে রসের সৃজন,
পাখিদের জন্য সুমিষ্ট ফলের উৎপাদন।
সত্যিই প্রকৃতিরই শ্রেষ্ঠমন
নদী-নালা, বৃক্ষলতা, জীবকূলের মধ্যে
নেই কোন প্রতিযোগিতা।।

যৌবনে

যৌবনে-
ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে হয়
নবসৃষ্টির আনন্দে
দিন-রাত্রির ভেদ রাখি না।
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে
গর্জন করে উঠতে চাই,
অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে চাই,
নতুন স্বাধীনতার জন্য লড়তে চাই।

ভবিষ্যৎ না ভেবেই
এগিয়ে যেতে চাই
সকল বাধা অতিক্রম করে।
জীবনের এই লড়াইয়ে
কেউ বিজয়ী হয়, কেউ পরাজিত হয়।

জ্বালা

মাটিতে ফুল না পড়া অবধি
ভ্রমর প্রজাপতিরা ফুলের রস খোঁজে
কিন্তু ওদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে
ফুলেরা তো কোথাও উড়ে যায় না
তোমার মতো প্রৌঢ় বয়সে
যৌবনের তৃষ্ণায় কামনার জ্বালায়
তুমি সমাজ সংসার ফেলে
অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লে।

মনে একরাশ ক্ষোভ ও বিরক্তি নিয়ে
তোমার কাছে আমি জানতে চাই
কি করে ভুলে গেলে
দুই গ্রামের সম্পর্কের কথা,
দুই মাঝির সামনে তোমার ওই শপথ
শ্বশুর শাশুড়ি, নিজ সন্তান, স্বামীকে
কি করে ভুলে গেলে ?

গর্ভবতী অবস্থায় জল আনা,
সেবা যত্ন, ডাক্তার ঘরে যাওয়া আসা

সন্তানের মুখ চেয়ে বাঁচার প্রেরণা,
সব ভুলে গেলে।

তোমার সেই সব দিনের আনন্দ, বেদনা,
সংগ্রামের কথা, ভালোবাসার কথা,
সমাজের রীতি রেওয়াজের কথা ভুলে
পরকীয়ায় মেতে তুমি
কেন চলে গেলে ?
কিসের জন্য ??

গরিবী প্রকল্প

জীর্ণশীর্ণ কুটিরের ছবি চাপা রেখে
চোলাই বিক্রির টাকায় সংসার চালানো
মানুষের কথা বাদ দিয়ে
উন্নয়নের জোয়ার আমি দেখি
ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, বাংলায়।

যারা ঠিক জায়গায় ভোট দিয়েছিলো
তারা পেয়েছে নতুন ঘর,
ইঁট অ্যাসবেসটস-এর তৈরি মকান।

কত প্রকল্প, কত যোজনা
অফিসার কন্ট্রাক্টরদের বখরার পর
তৈরি হয়েছে পথঘাট, স্কুল ঘর।

আদিমেরা বিশ্বাস করে-
তাদের দেব দেবীরা রয়েছেন
পাহাড়ে পাহাড়ে।
কিন্তু, কিছু অর্থ ও জমি জমার মালিক তারা
যারা লোহা, কয়লা, সোনা, ইউরেনিয়ামের মালিক।

শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবীদের
ঘামের বিনিময়ে
তৈরি হয় কত অফিস
অফিসের উপর অফিস।
বন জঙ্গলে অঙ্কুরিত চারা আগুনে পোড়ে,
জঙ্গল প্রেমিকেরা আগুন নেভায়,
জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিতে চায়
শাসক শোষকেরা।

সাদা চামড়া ও কুচক্রীরা
'স্বাধীনতা', 'অধিকার' শব্দ গুলো মুছে দিয়ে
ওরাই একদিন গবেষণা করবে
আদিমদের ইতিহাস ও ভূগোল।।

জীবন অবধি

জীর্ণশীর্ণ পাতাবিহীন
যা'হোক করে বেঁচে থাকা একটি গাছ।

এই গাছের কৃতকর্ম,
উপকারের তালিকা
আমি হিসেব করিনি।

এটা যদি মৃতপ্রায় না হতো
তাহলে পত্রপুষ্পে বিকশিত হতো,
ভরে যেত এলাকা পাখির কলতানে,
জন্ম নিত কত বিভিন্ন ডালের
বাসা থেকে পাখির ছানা।

গাছ কত দিন বেঁচে থাকবে
সেটা তো সৃষ্টিকর্তাই জানেন।
তবু যতদিন না মারা যায়
যতদিন না ভেঙে পড়ে
ততদিন চারিপাশে এই গাছের শিকড়
ছড়িয়েই থাকবে।

আমি পিঁপড়ে

আমি অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে
বড় জীবেরা আমাকে অবহেলা করে
ওদের নিচেই আমাকে থাকতে হয়।
আমাকে ছোট ও দুর্বল ভেবে
ওরা আমাকে মাড়িয়ে চলে যায়।

কিন্তু ওরা জানে না আমি আমার
শরীরের চাইতে কত শত গুণ বেশি ওজন
বহন করতে পারি
আর রেগে গেলে কামড়াতেও পারি।

মানুষেরা সমাজকে কলুষিত করে,
কিন্তু আমি নোংরা জঞ্জাল সাফাই করি।

সাবধান হও তোমরা,
আমাদের সমষ্টির পথে
যেন বাধা না হয়ে দাঁড়াও।

অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম

হিহিড়ি পিপিড়ি থেকে
সাঁওতাল পরগনা অবধি
বিস্তৃত সত্য শালগাছের সারি।
কতবার কত জীব ছিঁড়ে খেয়েছে
ছোট শাল গাছের চারা, পাতা
কিন্তু বিনষ্ট তো হয়ইনি
বরং আরো পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়েছে
বিহার, ঝাড়খন্ড, বেঙ্গল, উড়িষ্যায়
এমন কি বাংলাদেশ, ত্রিপুরা,
মিজোরাম, ইংল্যান্ড, জাপানে।

নিমপাতা, অশ্বত্থ পাতার মতোই
সত্য শালগাছের পাতাও তৈরি করে
বেঁচে থাকার উপাদান।
পরশ্রীকাতর শহরবাসীরা
এই গাছের বিকাশ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি,
কৃষ্টি, ভাষাকে ধ্বংস করে দিতে চায়।
কিন্তু না-,
বিলুপ্ত হবে না সত্য শালগাছ

বিনষ্ট হবে না তার পরিচিতি।
কেননা চার্লস ডারউইনের
“অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম”- নীতি
সত্য শাল বৃক্ষের মধ্যে প্রবহমান,
ঝড়ঝাপটা বা অগ্নিবর্ষণে
হবেনা তার কোন ক্ষতি।

যদি বারবার অত্যাচার অনাচার
বাড়তেই থাকে
তবে সত্য ধর্মের বুক থেকে
জন্ম নিবে বিদ্রোহী, বিপ্লবীরা
আবার ডাক দিবে হুলের
ভরে যাবে দিগন্ত হুল হুল আওয়াজে।।

কবে

বিপ্লবী ওহে বিপ্লবী
কবে ডাক দিবে দ্বিতীয় হুলের ?
কখন শান দিবে অস্ত্রে, সাজাবে তীর ধনুক ?
কখন বসবে সিংহাসনে ? কখন নিবে রাজত্ব ?

কটক রাঁচি কলকাতায়
আধুনিক রাজা রানীরা মিটিংয়ে ডেকে
প্রজাদের বলে-,
“ঘরবাড়ি করে দিবো
আরো দিবো কম্বল কাঁথা”
ভোটাররা কিন্তু বোঝেনা
প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে মিথ্যা।

তোমাকেও তো নাম দিয়েছে-
তিলকা হাঁসদা, বিরসা সরেন
ক্ষুদিরাম টুডু, সুভাষচন্দ্র মুর্মু
একেবারে বিপ্লবীদের মতো।

তুমি ফেসবুকের কভারে রেখেছো
সিধু, কানু, বাবা তিলকার ছবি।
তোমার নিউজফিডে দাঁসায়, সহরায়
বাহা, সাক্রাতের কথা
কত শত লাইক, কমেন্ট, শেয়ার
গর্ব করার মতোই।
কিন্তু দুঃখ একটাই-
বাস্তবের মাটিতে যায় না তোমাকে দেখা।
তাই তো আমার প্রশ্ন-,
ওহে মহান বীর,
কবে তুমি জাতিসত্ত্বার জন্য লড়বে ?
কবে দিগ দিগন্ত আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলবে
অধিকারের আওয়াজে ?
কবে তুমি যথার্থ সমাজসেবী হয়ে উঠবে ?
না'কি শুধু ফেসবুকের দেওয়ালে শোভা পাবে
তোমার বীরত্ব।।

কবি লেখকদের লড়াই

কিছু মান যশ প্রত্যাশী কবি লেখক
লজ্জা শরম ফেলে
বিবেক ইজ্জত ভুলে
লোভ লালসায় লড়াই করে
শ্রেষ্ঠত্বের জন্য।
হিংসা ঈর্ষায় কাতর হয়ে
ভেলকিবাজির প্রশ্রয় নিয়ে
যথার্থ সৃষ্টিকে চাপা দিয়ে
শীর্ষ সম্মান লুঠ করে নেয়।
সাহিত্যের জগতে ওদের জন্যই
সাজানো প্যান্ডেল পাতানো চেয়ার।

আর সত্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকরা
লোভী কবিদের কথা ভুলে
মান সম্মান পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে
সৃষ্টি করে চলেছে বিশ্ব সাহিত্য সম্ভার।
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃজনের জন্য
মগজে পরিশ্রম করে চলেছে নিয়ত,
যার হার নেই, জয় নেই।

ওদের অন্তরের ভালোবাসা
মানব সমাজের জন্য।
ওদের লেখা অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য
ওদের লেখা নিরন্ন, হাভাতে,
গরিব, অসহায় মানুষের জন্য
সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার জন্য।
ওরা মাতৃভাষার রাজ স্বপ্ন নিয়ে
কলমে লড়াই করছে
আর লড়াই করতেই থাকবে
সোনা রুপা হীরার ঝর্ণা বইয়ে।

আদিম মানব

আধুনিক পৃথিবীতেও
ওদের ভিটেয় পৌঁছায়নি বিদ্যুতের আলো,
কলের জল, শিক্ষার পথ
ওরা জানে না মানব সভ্যতায়
নাসা ইসরোর কি অবদান।

ওরা খবর রাখেনা
ভালো মন্দের ঘটনা দুর্ঘটনা
ওরা এখনো আছে জঙ্গলে
জঙ্গলের জীবজন্তুর মত নিজস্ব স্বাধীনতায়।
ওদের দেশে এসে পৌঁছায়নি সংক্রামক কীট,
বা বায়ুবাহিত, জলবাহিত জীবানু ভাইরাস।
ওদের দীর্ঘ জীবনের ধারণা না থাকলেও
ওদের জীবন প্রণালীই শ্রেষ্ঠ।

ওদের সমাজে নেই প্রতারণা, অত্যাচার,
সম্পদের জন্য লড়াই, ঝগড়া।
ওরা সুখ-শান্তিতে আছে,
প্রেম-ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে।

ওরা সেন্টিনেলসি, জারোয়া, টোরোমোনা,
আয়োরিয়ো, আওয়া, নুকাক
সহ আরো কত জাতি।
তথাকথিত সভ্যদের সাথে
ওরা মিশতে চায় না,
ওরা অপর জাতি বা দেশের সাথে লড়াই করে না,
ওরা সিংহাসন ও ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেনা,
ওরা নির্ভীক,
ওরা যীশু, আল্লা, রামের ছত্রছায়াতে নেই।

ওরা লেখাপড়া না জানলেও
ওদের ডিগ্রী না থাকলেও
ওরা না লিখলেও গল্প, গান, কবিতা, জীবনী,
ইতিহাস
তবু পৃথিবীতে বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে
আমাজন, আন্দামান, ব্রাজিল, কলম্বিয়া,
পেরু, ভেনেজুয়েলার জঙ্গলে জঙ্গলে।।

মানব সমাজে

জন্ম থেকে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ
বাহা সোহরায় কারাম
টুসু, ভাদু, বিহু, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা সহ
আরো কত আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ,
মাতৃভাষায় কত গান, গল্প
হাসি কান্না, খামখেয়ালি, প্রবাদ হেঁয়ালি
বাঁশি, বেহালার সুর,
গ্রন্থে গ্রন্থে সাহিত্যের কত প্রকাশ।
কত গুনি মান্য লোকের চিন্তাভাবনা
সুখ শান্তির জন্য,
নিজের জাতি ধর্ম সংস্কৃতিকে
শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
মন্দলোকের কল কাঠিতে
সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়।
ওদের হিংসা ষড়যন্ত্রে
নির্মল বাতাস কলুষিত হয়।।

মুক্ত শিল্প

পৃথিবীতে কেউ কারোর নয়
যারা ভাল কাজ করেন
তারাই বেঁচে থাকে মানুষের মনে,
এ’কথা কেউ অবজ্ঞা করলেও
আমি সৃষ্টি করলাম মুক্তভাবনা।

আমার শরীরে শিরায় শিরায়
প্রবাহিত হবে যতদিন রক্তস্রোত
ততদিন দেশজুড়ে
সমাজসেবীর মতোই ছুটবো।

পৃথিবীর মানুষের দুঃখ সুখের কথা
দেখব, লিখব নানাভাবে।
মাথার চুল পাকা হওয়া অবধি
আমার রাগ অভিমান দুঃখে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
কুচক্রী, অমানুষদের মুখোশ খুলে দেবো।

জিতি বা না জিতি
সমাজ পরিবর্তন হোক বা না হোক
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো
আমার কলমের টঙ্কারে।
গন্ডার চামড়াধারী অবিবেচক,
লোভী, শয়তানদের উপর নিক্ষেপ করে যাবো
অনবরত বিবেকবান।

যারা অনাচার, অবিচার চোখে দেখেও
ভেড়ার মতো চুপচাপ,
যারা মানব হৃদয়ের ক্রন্দন
দু'কানে শুনেও নিশ্চুপ,
ওদের জন্যও সাজানো আছে অস্ত্র।

ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
মাথা তুলে দাঁড়াবো সামনে
প্রেম মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে
বানাবো নতুন এক সমাজ
নতুন সভ্যতা, নতুন পৃথিবী,
যেখানে থাকবে না ভেদ-ভাবনা
মিথ্যাচার, লোভ লালসা, প্রতারণা

তৈরি করবো নতুন মানুষ
যাদের শরীর হবে বৃক্ষলতার মতো,
মন হবে কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো।

ইস্তাহার

কোন দলেরই নির্বাচনী ইস্তাহারে
লেখা ছিল না
প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন বাঁচানোর কথা,
জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিকাশের কথা,
আর শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার প্রতিশ্রুতি।
ওতে শুধু লেখা ছিল শহরের বস্তিবাসী
গ্রামবাসী জঙ্গলবাসী
দরিদ্র থেকে দরিদ্রতরদের জন্য
দুয়ারে রেশন দেবার প্রতিশ্রুতি
এবং আরো কিছু আশা।

তাই আরো বেড়ে গেল বৃক্ষচ্ছেদন
বন ও প্রকৃতি ধ্বংস
লোকালয়ে কিছু উদ্ভট পরিকল্পনা

সেই বাস্তুহারাদের অশ্রুজলের হিসাব
দেশের হাঙ্গরেরাই জানে।

কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত কেমিক্যাল
নদীর জলকে দূষিত করে পৌঁছায় সমুদ্রে
আর চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া
পৃথিবীর আকাশকে দূষিত করেই চলেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচালকেরা
এসব জানা সত্ত্বেও চুপ,
বিজ্ঞানী ও প্রকৃতিপ্রেমীরা
পৃথিবী বাঁচাতে নাজেহাল।

পৃথিবীর আসল মালিকদের
রক্ত শুষে দেশের উন্নয়ন হয়
আর বেড়ে যায় দেশের রাজা মন্ত্রী,
শিল্পপতি, ব্যবসাদারদের অর্থের ভান্ডার।
তাদের শুধু অর্থ অপহরণের প্রতিযোগিতা
পৃথিবীর সমগ্র জীবনের জন্য নয়।

মানব সৃষ্ট ঝঞ্ঝা

মানব সভ্যতা ধ্বংসের শুরুটা
তখনই লেখা হয়ে গেছে
যখন মানুষই রোপন করেছে
লোভ হিংসা রিরংসা।
লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে বিবেকবান মানুষ
এবং শান্তি সম্প্রীতি।

যেভাবে স্রোতস্বিনী ধারার মতো
অর্থবান বিত্তবান হবার প্রতিযোগিতা চলছে
ঠিক সেই ধারাতেই
ধ্বংসের পথও সুগম হচ্ছে।
মানুষ বুঝতেই পারবে না
কখন সবকিছু উলটপালট হয়ে যাবে।
বিপন্ন হবে মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য
বিলীন হয়ে যাবে প্রকৃতি, পরিবেশ, দেশ দুনিয়া,
সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার সহ সবকিছুই।

যেদিন লোভে অন্ধ মানুষেরা বুঝতে পারবে
প্রকৃতি ও জীবনপ্রেমীদের ভাবনা,

সেদিন তাদের কিছুই করার থাকবে না,
বন্যার তোড়ের মতো
সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে সমুদ্রে।

বাঁচাবার মানুষ কেউ থাকবে না,
অন্তর থেকে হারিয়ে যাবে
শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালোবাসা।
মানুষেরই সৃষ্টি সংহারক ঝঞ্ঝায়
হবে জীবনের জন্য অমাবস্যার আগমন
ফুসফুস হৃৎপিণ্ড হবে কুচকুচে কালো।
অমর ভাইরাসের সংক্রমণ
প্রবাহিত হবে শিরায় শিরায়।

অসহায় শ্রমিক শ্রেণীরা
নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে
পেটের জ্বালায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
দিন রাত খেটে বেঁচে আছে যদিও;

কিন্তু আধুনিক জ্ঞান পাপীরা
সবকিছু দেখে, শুনে, বুঝেও
প্রতিনিয়ত সুখ সমৃদ্ধি ও অর্থের লোভে

সৃষ্টি করেই চলেছে
কালো ধোঁয়া ও দূষিত ঘোলা জল।।

স্বাধীনতাকামী

মুখ বন্ধ করে সহ্য করে থাকো যদি,
যদি টিকিয়ে রাখো অত্যাচারীর গদি
তবে প্রজন্মের প্রজন্ম
তেমন নাজেহাল হয়েই
থাকতে হবে তোমাদেরকে।

স্বাধীনভাবে থাকতে যদি চাও
তবে এসো বিদ্রোহের পথে
থেকো না আর শুধু
আত্ম সুখের সন্ধানে।

পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনে
প্রাচীন রাজা রানী শাসনেরই পুনরাবৃত্তি,
গদির লড়াইয়ে ব্যস্ত নেতা মন্ত্রীরা।

তুমি চুপচাপ আছো
দেখেও ওদের কারসাজি
মনের লোভ পুষে রেখেছো
সমর্থন করছো ওদের ভাঁওতাবাজী
ঐক্যের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে
তুমি নিজেই বানাচ্ছো বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর
বিশ্বাস হারিয়ে গেছে ধীরে ধীরে তাই।

শাসকের ভেলকিতে বশ হয়ে
তুমিও ওদের মতোই শুরু করেছো
দুর্বল অসহায়দের শোষণ করতে।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থানহীন সেই সব নিপীড়িতরা
পেটের জন্য গতর খেটে মরে্র
খনি কারখানার দূষণে দূষিত
তাদের শরীরে রোগের বাসা,
নিরন্তর ডাক্তারের শরণাপন্ন তারা।

শ্রমিক শ্রেণীর মরণ হয়
চাঙ্গা হয় দেশের অর্থনীতি
বিজ্ঞান সভ্যতার জয় হয়

কিন্তু, হিংসা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে
ওরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চায় মানব সভ্যতা
শাসক মালিকেরা কেড়ে নিতে চায় ভিটামাটিও।
যদি চুপচাপ থাকো চিরকাল
তবে থাকতে হবে তোমায় নাজেহাল।।

রাহলাদের নৃত্যে

সন্ধ্যারাতে বিদ্যুতের আলোয়
রাহালাদের নৃত্যাঙ্গনে
মাদলের তালে তালে
নর্তকিদের অঙ্গ দোলে।

কখনো গ্রামের উপরকুলি নিচকুলি
নর্তকি আর বায়েনদের উঠানামা
অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ
ছন্দে ছন্দে বিচরণ
ধামসার বোলে
পৃথিবীর কোলে

নেচে ওঠে মাঠ ঘাট
কেঁপে ওঠে ঘর বাট।

দেবদেবীরাও জেগে ওঠে
আনন্দে মেতে ওঠে
আকাশ থেকে জল
পড়ে অবিরল।
ঝির ঝির ঝরঝর
ভালোবাসার নির্ঝর।

ধরাধাম মুখরিত হয় গানে
অবিরাম আনন্দেরই বানে।।

বড় গাছ

ছোট গাছগুলোকে ঠেলে সরিয়ে
দেখো কত লম্বা আর বড় হয়েছি
কত কীট পতঙ্গ পোকামাকড়ের দেবসেবায়
কত পক্ষীর ভালোবাসায়
আমি বড় গাছ।

সৃষ্টিকর্তা আমাকে প্রশ্ন করে
উদ্ভিদকূলে শুধু তুমি হলেই চলবে,
কি আনন্দে তোমার ডালপালা হয়েছে প্রসারিত ?
আর কত গভীরে গেছে শেকড়গুলো
ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে।

বন জঙ্গলের মাঝে
কখনো বট, অশ্বত্থ, পলাশ হয়ে
দাঁড়িয়েছি পাতার পাখায়
প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দিই হিমেল হাওয়া।

ছোট ছোট লতা গুল্মচারার মাঝে
আমি তালগাছ।

গগনচুম্বি আমার শরীরের উপরেই
বারবার হয় বজ্রপাত।

আমার ফল, বীজ, পাতা ফেলে দিই
নিচু তলার উদ্ভিদের জন্য।
ওদের পাতা খসে, পাতা গজায়
ওদের ডাল ভাঙ্গে ডাল গজায়
প্রকৃতির এই লীলায় ওরা বেঁচে থাকে
কতকাল চিরকাল।

আলোর অভাবে আমার নিচের
উদ্ভিদ গুলো বাঁচতে পারে না
হাসতে পারে না,
আমার পচা পাতার গন্ধে
আমার তৈরি মিথেনে।
আমিই ওদের রক্ষাকর্তা
কেননা আমিই সব থেকে বড় গাছ।।

মুঠো বন্দী জীবন

মনে করো-
আমি পৃথিবীর ধনী,
আমি পৃথিবী আমি দেশের রাজা।
তুমি আমার রাজ্যের রাখাল
আমার জন্যই তোমার বেঁচে থাকা।

আগে এই দেশ তোমারই ছিল
কখন কেড়ে নিয়েছি
বুঝতেই পারোনি।
অনেকবার, অনেক রকম করে
পাতাল থেকে আকাশ
তোলপাড় করে
নিয়েছি তোমার সব সম্পদ
আমি মুঠোয় করে।

তোমার সমর্থনেই
তোমার সমর্পণেই
আমি হয়েছি রাজা।
এখন তুমি কষ্ট পাচ্ছো

তোমার আবেদন কানে নিইনি বলে
তোমার জাতি ধর্মকে পাত্তা দিইনি বলে।

কখনো তোমার রক্ত গরম হয়ে যায়
উগ্রপন্থী হয়ে, রণ সজ্জায় সেজে
আমাকে আর আমার সাথীকে
হত্যা করতে চাও।
ভয় পাচ্ছো আমার আইনকে, জেল জরিমানাকে,
মা-বাবা, তোমার প্রজন্মের কথা ভেবে
আবার লড়াই করতে চাইছো।
তোমাকে গণতান্ত্রিক অনেক অধিকার দিয়েছিলাম
তোমার হুঁশ না থাকায় কেড়ে নিয়েছি আবার।
এখন আমি ছাড়া তোমায় বাঁচাবার কেউ নেই।
অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য
আমার কাছে তোমাকে হতে হবে নতজানু।
তোমার বাড়িতে থাকার জন্যও
দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদার জন্যও
আমাকে জো হুজুর করে
যেতেই হবে তোমাকে চিরকাল।

সাহিত্য প্রেমী

আমি জানতাম না,
আমার কবিতা পড়ে পড়েই
আমাকে ভালোবাসবে।
আমি অবাক হয়ে গেলাম-
আমার গান, গল্প, চিন্তা ভাবনা সব কিছুই
তুমি ভালোবেসেছো।
তোমার হৃদয়ের অনুভব বুঝতে পারিনি বলেই
তুমি ধীরে ধীরে দূরে সরে গেলে।
এক সময় তুমি কত খোঁজ খবর নিতে
আমার কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া,
লেখালেখি, শারীরিক খবরাখবর।

এখন তুমি সরে গেছো
আর নেই কোন খবরাখবর,
এখন তোমার রাগ, অভিমান
আরো বেড়েছে- সেই ভয়েই
আর নতুন করে প্রেমের শব্দগুলো
আর বলতে পারিনি।
কেন যে এমন হলো-

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম
একে অপরের কাছ থেকে।
তবুও আমি তোমায় স্মরণ করি
বন্ধুদের কাছ থেকে গোপনে
তোমার খবরাখবর নিই।
জানো তো, প্রেম এমনই
অন্ধকারেও খুঁজে পাওয়া যায় আলো,
অতল সমুদ্রেও পাওয়া যায় স্থল।
শয়নে স্বপনে ভেসে ওঠে
দু'চোখে প্রেমিকেরই ছবি।
তখন চুম্বন অলিঙ্গনে
মেতে উঠতে ইচ্ছা করে
এবং তার সৃষ্টি সাহিত্য
বুকে জড়িয়ে রাখতে মন করে।।

আমার চাওয়া

ক্ষেত খামারে কাজে অপারগ বলেই
অন্য যেকোনো কাজ চাইছি,
যা হোক কিছু উপার্জন করতে।

শিক্ষানুযায়ী কাজ না পেলেও
অভিমান করবো না,
অফিসের ঝাঁটপাট দেওয়া
বাবু ভায়াদের জলখাবার দেওয়ার মতো
কাজ হলেও চলবে।

এখন আমি কাজ চাই-
যা হোক একটা সরকারি কাজ
কেননা পিতৃ পুরুষদের দেওয়া জমিতে
চাষাবাদ করেও চলে না সারা বছর।
ব্যবসা করার সাধ্যও আমার নেই।

যে কাজ আমি পাবো
তাই পালন করে যাবো
যদি দেশ রক্ষার কাজ পাই

তবে সীমান্তের প্রহরী রূপে
দেশের মানুষ ও দেশের মান
আমি রক্ষা করবোই।

রাজা রানীর হুকুমে আমি
বিরোধী শত্রুদের সঙ্গে লড়বো।
আমার মালিককে বাঁচাবার জন্য
আমি জান প্রাণ দিয়ে দেবো।

শিক্ষকতার কাজ পেলে-
কত শিক্ষক, ডাক্তার, অফিসার,
আরো কত তৈরি করে যাবো।

ডাক্তারের কাজে সঙ্গ পেলে
আমি সমস্ত অন্ধবিশ্বাস উড়িয়ে দেবো
উকিলের কাজ পেলে, প্রতিষ্ঠা করবো সততা
থাকবে না কোন শাসন শোষণ নির্যাতন।

ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পেলে তো
ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদ গড়ে তুলবো।
যে কাজেই পাই, তাতে দেশকে সাজাবো

মানুষকে সৎপথে নিয়ে যাবো।
রাজকর্মের সুযোগ পেলে
ধনী গরিবের ফারাক খতম করবো
এক ফুলের বাগানের মতো
তৈরি করবো দেশ।।

চৌরাস্তায় আমি

আমার জীবনের অনেক দাম
আর না হলে কিছুই নেই।
আমার রূপ আহামরি না হলেও
সহ্য ও কর্মশক্তি অনেক বেশি
পৃথিবী ও মানব সমাজকে বাঁচাবার।

দিনরাত পরিশ্রম করি কখনো শ্রমিকদের জন্য,
আবার কখনো শ্রমিক হয়ে।
একটু অর্থের অহংকারে
আমার কাছ থেকে আমিই ভিন্ন হচ্ছি
সরে যাচ্ছি জন্মভিটা থেকে।
আধুনিক সভ্যতার সাথে মিলিয়ে যাচ্ছি
আমার ভাবনা চিন্তা সব চলে যাচ্ছে কবরে।

সাহেব সুবোরা অভিজাত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে
আমাকে ভিখারি করে ছেড়ে দিল
তারপর গবেষণা চলছে
আমার জীবনচর্যা নিয়ে
তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়।

আমার নিলাম চলছে
রাজপতাকার ছত্র ছায়ায়,
আমাকে আমাতেই আমি বিচ্ছিন্ন বন্দি
জাত ধর্মের লড়াইয়ে।
জানিনা আবার কখনো
গড়তে পারবো কি না
চাম্পান্ধ যুগের খেরওয়াল সভ্যতা
জানিনা কি হবে আমার ভবিষ্যৎ ??

আত্মক্রন্দন

যিনি এত বছর ধরে আনন্দধারা শান্তি কুঞ্জ
সমাজে জীবনে সাজিয়ে রেখেছিল যতনে
ওর মুখেই আজ গোঙানির ধ্বনি।
আজ ভাবে, যাদের জন্যই তার প্রাণপাত
তারাই আজ তাকে শাসন করতে চায়
সংকীর্ণমনাদের শ্বাসে বেরোয় সমাজগ্রাসী ধোঁয়া।

এখন স্বল্পবুদ্ধির সমাজসেবীরা
জোর করে সব কেড়ে নিতে চায়।
সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায় হিংসা
ভাই বোনের ভালোবাসার মধ্যেও
মিশিয়ে দিচ্ছে বিষাক্ত হাওয়া,
গৃহে গৃহে লাগিয়ে দিচ্ছে অশান্তির আগুন।

অন্ধভক্ত গরীব প্রজারা
মদ মাংসে আনন্দ খোঁজে,
বুঝেও বোঝেনা ওরা শিক্ষার গুরুত্ব।
নিজেদের দোষেই ওরা ডুবতে চলেছে
হচ্ছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর

অসহায় থেকে আরো অসহায়।
ওরা মনে করে আনন্দ হুল্লোড়
আড়ম্বরই প্রকৃত জীবন,
ভন্ড সমাজসেবীদের কথাকেই
ওরা মনে করে বেদবাক্য।

তাই আমি লিখে চলেছি
ঐ অসভ্য বর্বর দানবদের কথা,
ঐ অবুঝ সাধারণদের কথা।
ওরা প্রকৃত পরিস্থিতি জানে না
ওরা সামলাতে দেশ ও দশকে
ধীরে ধীরে পতনের দিকে যাচ্ছে দেশ।

যারা এখনো অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে
ডাক্তারের কাছে না গিয়ে
ওঝাবাবাদের শরণাপন্ন,
ওদের জীবনদীপ নির্বাপিত হলেও
ওদের হুঁশ কেন যে ফেরে না !

যারা ডুবে আছে মদ ড্রাগস সহ নানান নেশায়,
আত্মবিশ্বাস চলে গেছে

ওদের জীবন থেকে

আদর্শ, মহত্ব, প্রেম, ভালোবাসা

ওদের কাছে প্রায় অর্থহীন।

বিজ্ঞানী কবি মনিষীদের সাবধান বাণী,

ওরা তুচ্ছ ভাবে-

ওদেরকে কি করে ফেরানো যাবে সৎ পথে ??

ওদের জন্য আমার হৃদয় কাঁদে

দুঃখ অভিমান ভরে ওঠে,

দিনরাত্রি ভেবে ভেবে যায়

কি করে ওদের ভালো করা যায় ?

এরকম অবক্ষয় চলতে থাকলে

পরবর্তী প্রজন্ম কি বাঁচার সঠিক পথ পাবে ??

জীবন ঝরনা

অহংকারী পাথরের চাঁই বলে-
আমার কর্কশ বুকেই তোকে থাকতে হবে
তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করে মরলেও
পাতালের স্নিগ্ধ জল পাবি না।

পশুপক্ষী তৃষ্ণার্ত জিবেরা
জলের অভাবে ম্রিয়মাণ।
জ্যোতিষ, বিজ্ঞানী ভূতত্ত্ববিদ
ক্রমাগত নিজেদের মতো করে
কত কিছু বলে যায়।
সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস করে,
কৈ, কোথায়, কবে জুটবে
তৃষ্ণার জল ?

হাসতে থাকে পাথরের চাঁই
ঘোরকলি দেখে।
ভাবে, পাপী চাকার দৌড়
চলতেই থাকবে
কানামাছি খেলায় মত্ত সমাজে

উপর নীচ সর্বক্ষেত্রেই
আমার উত্তাপে পুড়তে থাকবে।

ক্ষুদ্র নীচ অবুঝ অশিক্ষিতদের মাথায়
এই ভাবনা ঢুকবে না।
তবুও নিজবিশ্বাসেই বললাম-
কলমের বারুদ ফাটিয়ে
তোমার বুক চিরে আনবোই- জীবন ঝরনা।
প্রাণ থাক বা না থাক
এই প্রেমময় পৃথিবীকে বাঁচাতে
জমাট পাথরের বুক চিরে
গঙ্গাকে নিয়ে আনবোই।

ঠান্ডা আগুনের কথা

ভালো মন্দের কথা জিজ্ঞাসা করলে
তুমি এড়িয়ে চলে যাও
আমার সৌজন্য সৌহার্দ্য বিশ্বস্ততা ভুলে।
অথচ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এক ছিলাম,
আজ গোপনে অশ্রুধারা বয়।
উদ্ভিন্ন যৌবনা শরীরে ঝরনার স্রোত
যৌবনের কিনারে মিশে যায়।
অপসংস্কৃতির জোয়ারে
সবকিছুই উড়িয়ে নিয়ে যায়।
শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত স্রোত
বাঁচার লড়াই ভুলে
অবলীলায় পুড়তে থাকে আগুনে
ছেলে বুড়ো জীব-জিয়ালি সব,
এখন দামি হবার প্রতিযোগিতা,
ধর্মের নামে লড়াই,
মতের বিভিন্নতা
ভাই প্রতিবেশীদের বিচ্ছিন্নতা।

বেঁচে থাকবে তো
তোমার এই সমাজ সংস্কৃতির পরিচয়

বিপরীত সংস্কৃতির করালগ্রাস থেকে?
এই প্রেমময় পৃথিবীতে
স্বপ্ন তো একটাই- বেঁচে থাকা
সংসার, সমাজ, জন্মস্থান, দেশে।

সাহিত্যগুণ

সাহিত্যিকরা
পৃথিবীর প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখে।
সত্যিটাই বলে লেখে
মিথ্যাটাকে ঝেড়ে ফেলে,
দেশে দেশে শান্তিটাকে
মহান করে তোলে।

সাহিত্যিকদের
লেখনীই যোগ্যতা ক্ষমতা
লেখনীই ধন সম্পত্তি
সারা পৃথিবীই তাদের অধিকার।

সাহিত্যিকদের কাছে
পাওয়া যায় দিশা,
মানুষ গড়ার দিক নির্দেশ,
বেঁচে থাকার ক্ষমতা,
নেই ছোট-বড়র কোন সীমানা।

সাহিত্যিকরা-
সমাজের ছাত্র শিক্ষক,
পদশ্চরণে শিক্ষারই আভাস।
মনের ময়লা দূর করে লেখনীতে,
স্মরণে থাকে হাজার হাজার বছর।